ইউনিট ১
আকরাম খাঁ শিক্ষা
কমিটি

ইউনিট ১ আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি

অর্থনৈতিক বিচারে বৃটিশ সরকার এ দেশকে কাঁচামাল যোগানদার ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্ররূপ পেতে চেয়েছিলেন ফলে কৃষির উন্নয়ন কিছুটা সম্ভব হলেও শিল্প বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বহুমুখী ও কর্মভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে পুঁথি কেন্দ্রিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তৈরি হয়েছিল কিছু কেরানী ও চাকরী প্রার্থী ভারতীয়, পরিণতিতে চাকরীর দ্বার যখন রুদ্ধ হয়ে এলো তখন বেকারত্বের অভিশাপ নেমে এলো অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে। এসব কারণে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষার রূপরেখা নির্ণয়ে যখন আন্দোলন বৃটিশ ভারতে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জিত হলো। বর্তমান ইউনিট আকরাম খান শিক্ষা কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশ স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা হল।

পাঠ ১.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

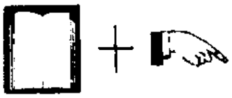

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এ পাঠে আকরাম খান শিক্ষা কমিটি ১৯৫২ এ পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আকরাম খান শিক্ষা কমিটি, ১৯৫২ এর পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে এ উপমহাদেশে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ নবজাত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ধারায় এক বিরাট ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। সঙ্গত কারণেই এ দেশের জনগণের মধ্যে এ গভীর উপলব্ধি দেখা দিয়ে ছিল যে, বৃটিশ প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী করে তুলতে হবে। জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকূল সাড়া দিতে গিয়ে সরকার জনগণের শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য সতের সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পন করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক আকরাম খান পূর্ববঙ্গ প্রস্তাব নং ৫৯ মোতাবেক গঠিন "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন" নামে পরিচিতি ও কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা আকরাম খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৫২ নামে পরিচিত। এ কমিটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে কিছু সুচিন্তিত সুপারিশমালা পেশ করেন। এইসব সুপারিশ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাদ্রাসা, নারী সংখ্যালঘু, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। এ সুপারিশসমূহের আলোকে এ অঞ্চলের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কাজ শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অর্থনৈতিক বিচারে বৃটিশ সরকার এ দেশকে কী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন?
- (ক) কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্ররূপে
- (খ) কৃষি ভিত্তিক দেশ হিসাবে
- (গ) শুধু শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্ররূপে
- (ঘ) কোনটিই নয়।

২। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি কেন?
- (ক) পুথিগত শিক্ষার সম্প্রসারনের জন্য
- (খ) বেকারত্বের অভিশাপের জন্য
- (গ) চাকরির দ্বার রুদ্ধ হওয়ার জন্য
- (ঘ) উপরের সবগুলোই

৩। পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো কত সালে?
- (ক) ১৯৪৭ সালে
- (খ) ১৮৪৭ সালে
- (গ) ১৯৫৭ সালে
- (ঘ) ১৮৫৭ সালে

৪। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য কত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তৈরি করা হয়েছিল?
- (ক) ১৫
- (খ) ১৭
- (গ) ১৪
- (ঘ) ১৬

৫। আকরাম কে ছিলেন?
- (ক) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক
- (খ) রাজনীতিবিদ
- (গ) অর্থনীতিবিদ
- (ঘ) কোনোটিই নয়

পাঠ ১.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

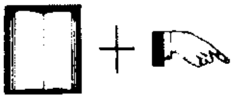

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রধান সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশগুলো ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।

উপরে বর্ণিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমন্বীয় সুপারিশ সমূহকে ব্যাখ্যা করলে যে দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো– প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষায় স্থান দেওয়া হবে যাতে একটি বা দুইটি শ্রেণী সংযোজিত হবে। শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাকাল থেকে শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক কাজ ও খেলাধুলা অন্তভূর্ক্ত থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরি করার জন্য প্রত্যেক জেলা সদরস্থ পি. টি. আই ও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক, কিন্ডার গার্টেন ও শিশু শিক্ষা সদন স্থাপন করা হবে। দেশের ছয়টি রেঞ্জে এর সদর দপ্তরে মহিলা বিষয়ক ছয়টি পিটিআই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নামে একটি বিশেষ কোস প্রবর্তন করা হবে। এছাড়া দেশের অন্যান্য পিটিআইতে "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা" কোর্সটি মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য "বিশেষ পেপার" প্রবর্তন করা হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ–

১। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে একে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী থাকা বাঞ্চনীয়, যেখানে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা অনুর্ধ ছয় বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেয়া হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহিলা হলেই ভাল হয়।

৩। জনবহুল শহরে এবং শিল্প এলাকা সমূহে স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্ডার গার্টেন স্থাপন করতে হবে। যে সব কলকারখানায় মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত তাদের শিশুদের শিক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য শিশু রক্ষণাবেক্ষণে কেন্দ্র ও নার্সারীর পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারকে বিশেষ বিশেষ এলাকায় কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪। একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হবে ব্যবহারিক কাজ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুকে তার কাজ করার স্বাভাবিক উৎসাহ এবং বাড়ন্ত শরীর ও মনের উদগ্র আকাঙ্খা ও কৌতুহল পূরণে সাহায্য করা এবং একই সংগে শিশুর স্বভাব ও প্রকৃতিকে বাঞ্চিত লক্ষ্যে বিকশিত করার প্রচেষ্টা করা।

৫। পৌর প্রতিষ্ঠান, কারখানা ইত্যাদির মত বড় প্রতিষ্ঠানে শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র ও নার্সারী প্রতিষ্ঠায় স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যক্তিবর্গকে সরকারের উৎসাহ দান এবং এ প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবর্তক অর্থনৈতিক অনুদার নির্ধারণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর করার জন্য প্রত্যেক জেলা শহরে–
- (ক) প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে
- (খ) কিন্ডার গার্টেন
- (গ) শিশু শিক্ষা সদন
- (ঘ) সবগুলোই

২। আকরাম খান শিক্ষা কমিটির সুপারিশের আলোকে জনবহুল শহর ও শিল্প এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কী স্থাপন করার কথা ছিল?
- (ক) গানের স্কুল
- (খ) নাচের স্কুল
- (গ) খেলাধুলার কেন্দ্র
- (ঘ) কিন্ডার গার্টেন

৩। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক কাজের মধ্যে এ কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী কী লক্ষ্য নিহিত ছিল?
- (ক) দক্ষ কৃষক তৈরি করা
- (খ) দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করা
- (গ) শিশুর বাড়ন্ত শরীর ও মনের চাহিদা পূরণে সাহায্য করা
- (ঘ) সুনিপুণ শিল্প তৈরী করা

পাঠ ১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- এই পাঠে আপনি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এই পাঠে আপনি শিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

যে কোনো শিক্ষা সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে শিক্ষকরাই– এ উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ইংরেজী আমল থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে পেশাগত নৈপুণ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কোনো শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা কার্যকরী হবে না যদি শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নত না হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আকরাম খান শিক্ষা কমিটি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বর্তমান পাঠে আপনি তা জানতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের সাথে জড়িত কতিপয়-প্রশাসনিক দিক সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

শিক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রদেশের শিক্ষা উন্নয়নে কেবল কমিটিই নিয়োগ করেছ। কোনো প্রকার উদ্যোগ নেয়নি। ফলে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাক্রম পুঞ্জিভূতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আমলের অবহেলাই তার ফসল। যদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্যা উত্তরনের সামান্যতম ও ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হত তবে বাংলাদেশের সামাগ্রিক উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হত, তবে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন চেহেরা বিশ্বের উন্নত দেশের মত উজ্জ্বল থাকত।

ক. প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ–

১। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাস পরিকল্পনার কৃতকার্যতা প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষকদের শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা ছাড়াও উপযুক্ত প্রশিক্ষণও থাকা বাঞ্চনীয়।

২। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সরবরাহের গুণগত ও সংখ্যাগত বর্তমান অব্যবস্থা অতি সত্ত্বর দূর করতে হবে।

৩। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের নিম্নতম যোগ্যতা প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

৪। প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূণতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

৫। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন মেটাতে বর্তমানের অল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। সনাতন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্ণ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে উন্নত সরঞ্জাম ও উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

৭। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের ওপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবহারিক কাজের সমন্বয়ে একে কার্যকরি করতে হবে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে কোন বিশেষ বিষয়ে (যেমন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিশুর মনমানসিকতা যাচাই করার একটি বিশেষ স্থান থাকবে।)

৮। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময় দুই বৎসরের নিম্নে হতে পারবে না।

৯। শিক্ষকদের একটা উন্নতমানের সমতুল্য ও পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বি.এ.ইন এডুকেশন নামে একটা স্নাতক শিক্ষাক্রম প্রচলন করতে হবে এবং পরবর্তী বৎসর ডিপ্লোমার পর উচ্চতার ডিপ্লোমার জন্য এম.এ.ইন এডুকেশন কোর্সের প্রবর্তন করা যেতে পারে।

১০। যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মহিলা হওয়া বাঞ্চনীয়, সেহেতু মহিলাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১১। এদেশের জন্য একটি মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং প্রতি জেলার একটি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অতি সত্ত্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে আকরাম খান কমিটি নিম্নরূপ পেশ করে–

১। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ একজন নিয়োগকৃত চেয়ারম্যান সহ বর্তমানের স্কুল বোর্ডের স্থান গ্রহণ করবে।

২। প্রশাসন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অংশ থাকতে হবে। বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের বাসস্থান নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুদের ও শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি ইত্যাদি লক্ষ্য রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ দায়িত্বশীল থাকা এবং বিদ্যালয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করবে।

৩। এ প্রস্তাবিত মহকুমা পরিষদ যাতে করে তাদের দায়িত্ব সূচারুরূপে করতে পারে তজ্জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে হবে।

৪। শিক্ষা করের হার বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে এবং তা থেকে লব্ধ অর্থ এদেশে সাধারণ আয় করে জমা করতে হবে। পরিবর্তে মহকুমা পরিষদের চাহিদা অনুসারে অনুদান দিতে হবে।

৫। প্রত্যেক থানায় একজন করে পরিদর্শক নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার পরিদর্শন পূর্ণবিন্যাস প্রয়োজন। এ পরিদর্শন একটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখী পরিচালনা হিসাবে কাজ করবে এবং যা শুধু মাত্র শিক্ষকদের দৈনন্দিন কাজে সহযোগিতা ও দেখা শুনার চেয়ে পৃথক হবে। পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখী পরিচালনার জন্য উচ্চ কারিগরী জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন।

৭। এ উদ্দেশ্যে একটা নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকা দরকার যার নাম দেয়া যেতে পারে এটেন্ডেনস্ অফিসার।

৮। থানা পর্যায়ে সহকারী পরিদর্শকের পদটি বিলুপ্ত করে এর স্থলে এডুকেশন অফিসার হিসেবে এ পদের নামকরণ করতে হবে।

৯। যেহেতু মহকুমা হবে প্রশাসনের প্রাথমিক স্তর, সেহেতু প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা শিক্ষা অফিসার থাকবেন। তিনি মহকুমা শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সম্পাদক হিসেবেও কাজ করে যাবেন এবং একই সংগে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসারে কাজ তদারক করবেন ও সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

১০। আঞ্চলিক এডুকেশন অফিসারের সংখ্যা এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে যাতে করে তার দায়িত্বে ন্যস্ত অঞ্চলটি একটি স্বাভাবিক আকারে থানার চেয়ে বড় না হয়।

১১। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বাভাবিক আকারে থানার চেয়ে বড় না হয়।

১২। শিক্ষা পরিদপ্তরে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য একটি অফিসারের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আকরাম খান শিক্ষাকমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের নিম্নতম যোগ্যতা–
- (ক) প্রশিক্ষণ সহ মাধ্যমিক পাস
- (খ) প্রশিক্ষণ সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস
- (গ) মাধ্যমিক পাস
- (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক পাস

২। এ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকাল কত হবে?
- (ক) এক বছর
- (খ) দুই বছর
- (গ) তিন বছর
- (ঘ) চার বছর

৩। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণগঠণ পরিকল্পনা কৃতকার্যতা প্রধানত নির্ভর করে–
- (ক) শিক্ষকদের ওপর
- (খ) সরকারের ওপর
- (গ) অভিভাবকের ওপর
- (ঘ) সমাজের ওপর

৪। আকরাম খান শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্সকে কার্যকরী করার জন্য নিম্নের কোন দিকের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
- (ক) কেবল মাত্র পুঁথিগত জ্ঞানার্জন
- (খ) কেবলমাত্র ব্যবহারিক কাজ
- (গ) পুঁথিগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক কাজের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ
- (ঘ) উন্নত শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার

পাঠ ১.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে এ কমিটির সুপারিশসমূহ জানতে পারবেন।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায় ইংরেজ আমলের শেষের দিকে থেকে শিক্ষা পূর্ণগঠন প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের পরে আকরাম খান শিক্ষা কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

বিষয়বস্তু

ক. মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে এ কমিটি নিম্নবর্ণিত সুপারিশ সমূহ পেশ করেন–

১। পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও ৬ বৎসরের হতে হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির স্বাভাবিক বয়স ১১ বৎসর হতে হবে।

২। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই ভাবে বিভক্ত হতে হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ৯ম থেকে একাদশ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে।

৩। বর্তমানে মহাবিদ্যালয়ের প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি বিলুপ্ত করে এর একটি শ্রেণীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রীর কোর্সের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৪। উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য শাখায় ভর্তি মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে হতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীদের নিম্ন মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৬। মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে।

৭। যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অথবা উচ্চ কারিগরী অথবা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই ইংরেজী ভাষা ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

৮। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাষ্ট্র ভাষার একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত উর্দু অথবা আরবী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

৯। ধর্মকে মুসলমান ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করতে হবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।

১০। শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে। কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন– (১) পৃথক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (২) পৃথক উচ্চ বিদ্যালয় ও (৩) সংযুক্ত নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক

বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে তা রাখা যেতে পারে।

১২। সরকারকে উপযুক্ত স্থানে কারিগরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। সরকারকে প্রত্যেক মহকুমায় আধুনিক ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে অন্ততপক্ষে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এ বিদ্যালয় সমূহে স্থানীয় অবস্থার ওপর সরকারের সরাসরি অনুদান কোন স্থানের অবস্থার ওপর নির্ভর করে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে আবাসিক ব্যবস্থাও করতে পারে।

১৪। শিক্ষার্থীর চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রদেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে এ বিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়।

১৫। নিম্নবর্ণিত ফল লাভের লক্ষ্যে বর্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি জরীপ কার্যকরি চালনা করতে হবে। (ক) অযোগ্য ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় সমূহকে অপসারিত, পূনঃবন্টিত বা সংযুক্ত করা (খ) বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

১৬। বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন স্কেল যতদুর সম্ভব সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপরিমাণ হতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৭। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৮,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১০ বৎসর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। আকরাম খান শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকাল কত হবে?

(ক) ২ বৎসর
(খ) ৩ বৎসর
(গ) ৪ বৎসর
(ঘ) ৫ বৎসর

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উচ্চতর কারিগরী ও বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য কোন ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে সুপারিশ করা হয়?

(ক) উর্দু
(খ) বাংলা
(গ) ইংরেজী
(ঘ) আরবী

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করার জন্য এ কমিটি সুপারিশ করেন?

(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) ৪টি
(ঘ) ৫টি

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কত বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে এ রিপোর্টে বলা হয়েছে?

(ক) ৭ বছর
(খ) ৮ বছর
(গ) ৯ বছর
(ঘ) ১০ বছর

৫। এ কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সুপারিশের পেছনে যে কারণ নিহিত ছিল তা হচ্ছে–

(ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ঘটানো
(খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সৃষ্টি করা
(গ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা
(ঘ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলী বিকশিত করা

পাঠ ১.৫ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আকরাম খান শিক্ষা কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রধান সুপারিশগুলো বিবৃত করতে পারবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা

স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ তথা ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুন বিন্যাস করতে হবে। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– (১) সাধারণ শিক্ষা (২) পুরাতন মাদ্রাসা স্কীম এবং (৩) হাই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণবিন্যাস করণের বিবেচ্য দিকগুলো হলোঃ

ক. পুরাতন মাদ্রাসা স্কীমের গলদ নিরূপন।
খ. মাদ্রাসা শিক্ষা পুণবিন্যাসের অন্তরায় চিহ্নিতকরণ।
গ. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তম পর্যালোচনা করণ।
ঘ. মাদ্রাসা শিক্ষা পুণবিন্যাস করণের মাধ্যমে জনপ্রিয় করা।
ঙ. সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে পুরাতন মাদ্রাসা স্কীমের সমন্বয় সাধারণের কৌশল চিহ্নিত করণ।
চ. মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করণ।
ছ. মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কৌশল নিরূপণ।
জ. মাদ্রাসা শিক্ষার অনুদানের ব্যবস্থাকরণ।
ঝ. মাদ্রাসা শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপায় উদ্ভাবন।
ঞ. মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র চিহ্নিত করণ।
ট. মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার একাডেমিক বৈষম্য দূরীকরণে উপায় চিহ্নিত করণে ব্যবস্থা করণ। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে আকরাম খান শিক্ষা কমিটির প্রধান সুপারিশগুলো হলো–

১। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা ও সাধারণ শিক্ষা ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পুনগঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।
২। পুরানো স্কীমের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা মেটানোর লক্ষ্যে নতুন নুতন বিষয়ের অন্তর্ভূক্তির জন্য জোর দিতে হবে।
৩। আলীম ও ফাজেল স্তরে হস্তলিপি বিদ্যা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বৃত্তিমূলক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
৪। মাদ্রাসায় বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের উপকরণ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুদান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পরদেশে প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা ও বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষায় অনুদানের বর্তমান বৈষম্য দূর করতে হবে।
৬। ইসলামিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
৭। ইসলাম শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান লাভের ও গবেষণার জন্য মেধাবী প্রার্থীকে মিশর ও অন্যান্য ইসলাম শিক্ষা কেন্দ্রে বৃত্তি দিয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এরূপ প্রশিক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী (দশ বছর) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯। পুরানো স্কীমে মাদ্রাসা শিক্ষাদানের মাধ্যমে ও পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা থাকবেঃ

(১) দাখিল– মাধ্যম হবে মাতৃভাষা
(২) আলীম– উর্দু
(৩) ফাজেল– উর্দু অথবা আরবী
(৪) কামেল– আরবী।

১০। শিক্ষার্থীর স্বীয় সৃজনশীলতা যাচাইয়ের জন্য কামেল পর্যায়ের পরীক্ষার একটি গবেষণা পত্রলিখন বাধ্যতামূলক হবে।

১১। মাদ্রাসা শিক্ষা শিখনের মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ মালা প্রনয়ন করে। এই কমিটির মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশগুলো বাস্তবমুখী ও সুদূর প্রসারী।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান পূর্বক মাদ্রাসা শিক্ষাকে সামাগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করণের জন্য The East Bengal Educational System Reconstruction Committee. বিশদ বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ মাত্র প্রণয়ন করে।

পুঁথিকেন্দ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ–

১। বিশেষ বিশেষ ইসলামী বিষয়সমূহের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পূর্ণগঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

২। পুরোনো স্কীমের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা .অক্ষুন্ন রেখে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নিরসনকারী বিষয়ের সমাবেশের উপরও বিশেষ জোর দেয়া হয়।

৩। মাদ্রাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করবেন যাতে করে এ শিক্ষার জন্য কর্মচারী নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ বৃত্তিও দেয়া যেতে পারে।

৪। বেসরকারী মাদ্রাসাকে অনুদান বিতরণের ক্ষেত্রে যাতে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য দেখা না দেয় তাও বলা হয়।

৫। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কর্মরত শিক্ষক ও পরিদর্শকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ক্রমে দশ বছর মেয়াদী একটি কার্যক্রম প্রণয়ন করা উচিৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে কয় ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল?

(ক) চার ধরনের
(খ) তিন ধরনের
(গ) দুই ধরনের
(ঘ) পাঁচ ধরনের

২। মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিদর্শকদের জন্য কত বৎসর মেয়াদী কার্যক্রম প্রণয়ন করার সুপারিশ ছিল?

(ক) ১০ বৎসর
(খ) ৮ বৎসর
(গ) ৬ বৎসর
(ঘ) ৫ বৎসর

৩। পুরানো স্কীমে মাদ্রাসা শিক্ষাদানের ভাষা কয়টি ছিল?

(ক) ৪টি
(খ) ৬টি
(গ) ৩টি
(ঘ) ৫টি

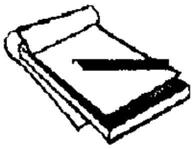

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১। আকরাম খান শিক্ষা কমিটি কেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জরিপ কার্য পরিচালনা করার জন্য সুপারিশ করেন?
২। এ কমিটি কেন প্রদেশের সর্বত্র অধিক সংখ্যক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন?
৩। মহকুমা পর্যায়ে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ কমিটির সুপারিশ কী ছিল?
৪। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশসমূহ সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।
৫। ১৯৪৭ সালের পর এদেশের শিক্ষা সংস্কারের দাবি উঠেছিল কেন?
৬। জনগণের দাবির প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?
৭। পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?
৮। পাকিস্তান অর্জনের পর এদেশের জনগণের মধ্যে কী উপলব্ধি দেখা দিয়েছিল?
৯। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পর্যালোচনার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?
১০। কে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন?
১১। এ কমিটির রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে কী কী বিষয়ে অধ্যায়ন করার ওপর জোর দেয়া হয়?
১২। শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণর ক্ষেত্রে এ কমিটির সুপারিশ কী?
১৩। প্রাথমিক শিক্ষার পরিদর্শন প্রক্রিয়ার পূর্ণবিন্যাসে এ কমিটি কী সুপারিশ পেশ করেন?
১৪। মহকুমার শিক্ষা অফিসারের কার্যাবলীর বর্ণনা দিন।
১৫। কোন রিপোর্টের আলোকে থানা এডুকেশন অফিসার পদটি সৃষ্টি হয়?
১৬। মাদ্রাসা শিক্ষা পূর্ণবিন্যাসের বিবেচ্য দিকগুলো

উত্তরমালা – ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। ক

পাঠ ১.২

১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

পাঠ ১.৩

১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ ১.৪

১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ

পাঠ ১.৫

১। খ ২। ক ৩। ক